



# কোকিল গাইবে গান




লেখক: মেহেরুবা নিশা  
আঁকিয়ে: বিপ্লব চক্রবর্তী



এক ছিল কোকিল । কালো তার  
গায়ের রং । সে গান গাইতে  
পারে ভালো ।



হঠাৎ বৈশাখ মাসে তার কী যে হয়- গান গাইতে পারে না ।  
তার খুব মন খারাপ ।




জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে আম,  
জাম, কাঁঠাল, আরও কত  
ফল। কোকিল গাছে গাছে  
উড়ে বেড়ায়। আর গাইতে  
চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

একদিন শিমুল গাছ তাকে বলল, এটা  
তো গ্রীষ্মকাল, অনেক গরম। তুমি বরং  
বর্ষাকালের জন্য অপেক্ষা করো। তখন  
অনেক বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির রিমঝিম সুরে  
তুমি গাইতে পারবে।



বর্ষা এলো । আষাঢ়-শ্রাবণ পুরো  
দুই মাস জুড়ে খুব বৃষ্টি হলো ।




নদী-নালা, খাল-বিল সব পানিতে থৈ থৈ ।



b





কদম গাছে থোকা থোকা কদম ফুল । বৃষ্টিতে ভিজে কোকিল  
এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বেড়ায় । আর গাইতে চেষ্টা করে ।  
কিন্তু পারে না ।

বর্ষার পর ভাদ্র আর আশ্বিনকে  
নিয়ে এলো শরৎ ঋতু ।  
শিউলি তলায় বিছিয়ে আছে ফুল ।



তালগাছে পাকা তাল ।  
কোকিল তাল গাছে বসে গাইতে  
চেফ্টা করে । কিন্তু পারে না ।




আসে হেমন্ত । কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে  
ওঠে নতুন ধান ।



কিন্তু নবান্ন উৎসবেও কোকিল গান গাইতে  
পারে না। তার মন আরও খারাপ হয়।

পৌষ আর মাঘ মাসের শীতকালে অনেক  
ঠান্ডা। মানুষ উঠানে বসে রোদ পোহায়।  
হলুদ সরষে ফুলে ছেয়ে যায় মাঠ।






খেজুরের রসে তৈরি হয় গুড় আর  
মজার মজার রসের পিঠা ।  
কোকিল এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে বেড়ায় ।  
কিন্তু চেফটা করেও গান গাইতে পারে না ।

এবার গান গাইতে না পেরে কোকিল তো  
কেঁদেই ফেলে । সে কি তাহলে কখনোই  
গান গাইতে পারবে না? বছর তো প্রায়  
শেষ হয়ে এলো !








এবার বসন্ত এলো ফাল্গুন আর চৈত্রকে  
নিয়ে । গাছে গাছে নতুন পাতা । আম গাছের  
মুকুল । মৌমাছির গান গায় গুনগুন ।



সেই গান শুনে কোকিলও চেফটা করে  
গাইতে । কিন্তু পারে না । এবার আর  
সে হাল ছাড়ে না । সে চেফটা করতেই  
থাকে, করতেই থাকে ।



আর কী আশ্চর্য! এবার কোকিল ঠিকই  
গাইতে পারে গান।

সেই থেকে কোকিল হয়ে যায় বসন্তের  
পাখি। ঋতুরাজ বসন্ত এলেই শোনা যায়  
তার কুহু গান।

